ঢাক থেকে লিখেছেন আহসান আহমদ তোহা: মুক্তকথা ২৮শে জুন ২০১৬  
এ হল "সোনার বাংলা " ট্রেন কর্তৃক যাত্রীদের জন্য নিবেদিত খাবার। নিখরচায় নয়! দাম দিতে হবে।আর সে, যে সে দাম নয়। দাম নাকি ১৯৫ টাকা। চাইলেই ফেরত দিতে পারবেন না। বাধ্যতামূলক কিনতে হবে, আপনি খেতে চান বা নাই চান। এতো বড় স্বেচ্ছাচারিতা!

খাবার গুলোর মাঝে আছে একটি খেজুর, একটি কেক, একটি জুস আর একটি আপেল। সব মিলিয়ে ৫০ টাকার বেশি হওয়ার কথা না।

এই মুনাফা যদি বাংলাদেশ রেল কোম্পানীর হয়ে থাকে তাতে দেশের কি বা সরকারের কি? এমনকি আমরা সাধারণ মানুষেরই বা কি প্রাপ্তি আছে? কিছুই না। প্রতিদিন আপ-ডাউন মিলিয়ে যদি ১৫০০ যাত্রীর কাছে থেকে ওই টাকাটা নেয়া হয়ে থাকে তয় লাভের পরিমান দিনশেষে ২,২৫,০০০ টাকা। বছরে ৫২ কর্মদিবস বাদেও প্রায় ৭ কোটি টাকা লাভ শুধু খাবার থেকে। বিনিময়ে সেবা তো বহু বড় মাপের কথা, সাধারণ যাত্রীসুবিধে বলতে কিছু কি আছে বাংলাদেশ রেলওয়ের খাতায়? আমাদের জানা নেই।

আমি ট্রেন ছাড়ার আগ মুহুর্তে খুব কমই টিকেট পেয়ে থাকি। তারমানে সব টিকেট বিক্রি হয়ে যায় । বাসা থেকে আসার সময় ৫ দিন আগে সকাল ৮ টা থেকে লাইনে দাড়িয়ে টিকেট কাটতে হয় নাহয় সব কালোবাজারে চলে যায়।

কয়েকদিন আগের এক ঘটনা। কুলাউড়া থেকে শ্রীমংগল আসব। টিকেট কাটতে গেলাম। বলল সিট নাই। জানার ইচ্ছায় বললাম, কোনদিনই তো সিট পাই না। উনি বললেন সিটতো মাত্র ২ টা বরাদ্দ ওই স্টেশনের জন্য। অথচ প্রতিদিন প্রতিবার কুলাউড়া থেকে শ্রীমংগল কমকরেও ৩০-৫০ জন আসা যাওয়া করে। তার মানে সিট বন্টনেও গাফলা আছে।

আর একদিনের ঘটনা বলি, শ্রীমঙ্গল থেকে কুলাউড়া আসবো। শ্রীমংগল এ আমাদের ৪ টা টিকেট দেয়া হচ্ছে না, লোক বেশি বলে। আমি লোকটার মনিটরের নিচে কোনরকম হাত বাড়িয়ে টিকেট বের করলাম। বললাম এ টিকিট কার জন্য রাখা ভাই? সুরগোল শুনে স্টেশন মাস্টার এসে পরিস্থিতি শান্ত করে আমাকে ৪ টা টিকেট বানিয়ে দিলেন।   
  
আমাদের দেশের মানুষ খুব বেরসিক। টিকেট ব্লাকিং ধরলাম। এর জন্য তারা আরো সুর তুলতে পারতো। কিন্তু তারা, দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে যেন আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ল।

আবার একদিন দেখলাম পদ্মা ব্রিজের নামে প্রতি টিকেটের সাথে ১০ টাকার ২ টা ডাকটিকেট টাইপের কি যেন ধরিয়ে দেয়া হল। আমি বললাম আমি নিব না। বলল নাহলে টিকেট হবে না। পিছন থেকে কাউকে সাপোর্ট দিতে দেখলাম না। কিন্তু লেট হওয়ার জন্য উনাদের অস্বস্থিবোধ বুঝতেছিলাম।

আবার, আমার জানামতে রাজশাহী আর চট্রগ্রাম রুটে সব সময় সিট ফিল আপ থাকে। আর সিলেট রুটে কুলাউড়া পর্যন্ত অন্তঃত। তাও কেন বছরের পর বছর এ খাত লোকসানের মুখ দেখে জানা নেই আমার।

আশা করি, রেলওয়ের পুরানো সোনালি দিন ফিরে আসবে, ট্রেনের টাইম টেবল ঠিক হবে আর ক্যাটারিং সার্ভিসের নামে এক্সট্রা খরচ জনগনের কাধে তুলে দেয়া বন্ধ হবে।